Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Vol. 3, No. 5, May - June 2026

বড়ু চন্ডীদাসরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও যমুনা নদী

বকিাশ চন্দ্র মন্ডল[1], ড. গোবিন্দ সরকার।[2]

[1] গবেষক-সিকম স্কিনস্ ইউনিভার্সিটি।

[2] গবেষণা নির্দেশক

যমুনা নদীর জলকেলি ছাড়া যেমন রাধা রূপের ক্রমবিকাশের পূর্ণতা পায় না, তেমনি যমুনার নীলাচলে অবগাহন না করলে ভক্ত ভগবানের লীলা কীর্তন সম্ভব হয় না। নদীমাতৃক মহাভারতের গঙ্গা যমুনা ও কালিনীর ত্রিবেণী সঙ্গমের বিগলিত ধারা যেমন ধর্মীয় আবেগকে আকর্ষিত করে তেমনি প্রেমের তীর্থে এসে ফেরে পূর্বরাগ, মান, অভিমান, অভিসার বিরহ ও ভাবোল্লাসের সকল রসের ধারা।

'ওরে নীল যমুনার জল,
বলরে মোরে বল,
আমার কোথায় ঘনশ্যাম?
আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম।' (নজরুল ইসলাম)১

নদীকে ঘিরে প্রেমের আবর্তন- ব্যক্তি প্রেম, মানব প্রেম, পরিশেষে বিশ্বপ্রেমে তা পর্যবসিত হয়। ভ্রমণকে ঘিরে যেমন ভ্রমণ সাহিত্য তেমনি স্বগত ভাবনায় নদীকে ঘিরে নদী সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য গঙ্গা-যমুনা কালিণী মূলত যমুনাকে কেন্দ্র করে তার যে গতি প্রকৃতি ও রূপ রীতিগত বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে- তা ভক্তের আকুতি দিয়ে প্রকাশের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল ঘটনা বৃন্দাবন ও মথুরা নগরে সংঘটিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৃন্দাবন একটি বৃহৎ বনস্থলি। বৃন্দাবনের মধ্য দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত। গোকুল থেকে মথুরা নগরী যেতে হলে যমুনা নদী অতিক্রম করে ওপারে পৌঁছাতে হয়। যমুনার দুপাশে দুটো ঘাট। উভয়ই যমুনার ঘাট নামে পরিচিত। একে তীর ও কুল বলা হয়। গোকুল প্রান্তের যমুনা তীরে কদম গাছ আছে। এটাই সেই বিখ্যাত কদমতলা। কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা নদীর এপার অর্থাৎ বৃন্দাবন পাড়ে এই কদম তলায় সংঘটিত হয়েছে। তবে মথুরা প্রান্তের যমুনা তীরেও কদমতলার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণের জন্মঃ বর্ষণ মুখর অন্ধকার রাত্রি ভাদর মাসে। বিজয় নামক শুভ মুহূর্তে শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন

'জনম লভিল কান্হা িএঁ ।

কংসের পহরী না জানিল নিন্দ ভোলে।।
কান্হা দেখি বাটত যমুনা যাহা দিল ।
পার হঅঁ বসুল নন্দের ঘর গেল।। ' ২

বসুদেব কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে চললেন। নিদ্রাভিভূত কংসের প্রহরী তা জানতে পারলেন না। কৃষ্ণকে দেখে নদী পথ ছেড়ে দিল। বসু দেব যমুনাপার হয়ে নন্দালয়ে পৌঁছালেন। যমুনা এখানে মানবিক ও ঈশ্বরী সত্তায় বিভুষিতা।

দান খন্ডঃ এখানে যমুনা নদীর ভূমিকা, অপরিমেয়। কৃষ্ণ রাধা কে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল । তার ছলনার আর পরিসীমা নেই।

"বাটদান, হাটদান লইলোঁ রাজ ঘরে।
তে কারণে আইলো সোএঁ যমুনার তীরে।।
নিতি নীতি যাহা তুম্হে মথুরা নগরে।
সব সুবিধার দান দেহও আম্হারে।। " ৩

রাজার থেকে পথের ও হাটের শুল্ক আদায়ের ভার নিয়েছি। সেজন্য আমি যমুনার তীরে আসলাম। তুমি প্রতিদিন যমুনা পার হয়ে মথুরা নগরে যাও। বিধি মতো সকল দান আমাকে দাও দেখি? কৃষ্ণ রাধার রূপে অস্থির । রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন- গলায় পাথর বেধে জলে ডুবে মরতে। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলেছেন-

"যার প্রাণ ফুটে ধরিতে না পারে।
গলাতে পাথর বান্ধি দহেপসি মরে।।
ভুম্হে গঙ্গা বারানসি স্বরুপেঁসী জান।
তুম্হে মোর সব তীর্থ তোম্হে পূণ্য স্থান।। " ৪

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যমুনা ও গঙ্গা এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ধর্মীয় প্রতিজ্ঞা, ধর্মীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় পুণ্য তা এই কাব্যে নদীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে । যে প্রাণকে বুকে ধরে রাখতে পারেনা তার গলায় পাথর বেঁধে ডুবে মরা ভালো। কৃষ্ণের উক্তি হলো - রাধা সত্যের স্বরূপ তুমি জানো। তুমি আমার গঙ্গা ।তুমি আমার বারানসি। রাধা তুমি আমার সকল তীর্থ। আমার সকল পূণ্য স্থান তোমার মধ্যেই অবস্থিত। আবার রাধার উক্তি হল -

"আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহু তলী গিআঁ।
গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসি বান্ধি আঁ।।
হেন যদি ক অঁ কান্হা িঞ্চ আম্হার বচনে।
তবে তোর হ এ পাপ সাগরে মোচনে।। " ৫

নীল যমুনায় শুধু রাধা নয়, গঙ্গার ভৈরব পতনে ডুবে কৃষ্ণেরও পাপ মোচনের কথা কথিত হয়েছে। আর তারপরেই রয়েছে কাম, ক্রোধ, মোহমুক্ত ভক্ত ভগবানের অপরূপ মিলনের কথা তা যেন আদিদাসের অনাদি রূপ।

নৌকা খন্ডঃ দান খন্ডে রাধার বাধা দান ও তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও বনমালী তার সাথে মিলিত হয়েছিলেন । ফলে এই ঘটনার পর রাধা আর দধি দুদ্ধ বেচতে যায় না। রাধাকে না পেয়ে কৃষ্ণের

মন ব্যাকুল হয়। তার চোখে দিনে রাতে ঘুম নেই। তাই কৃষ্ণ বড়াই কে বলেছেন এবার অন্য পথে নিয়ে এসো। কথাগুলো বড়াইয়ের মনে ধরে। বড়াই যমুনার ঘাটে রাধাকে এনে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

"তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হইল হেরো বরিষা সময়ে।।
আহ্মে রাধা হআঁ যাইবো মথুরার হাটে।
নআঁ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে।। "৬

শুধু যমুনা নদী নয়। সেখানে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণ একজন নিপুন শিল্পী। সত্যকারের একজন অভিজ্ঞ নৌকা প্রস্তুতকারী পাগল প্রেমিক। ভক্ত ভগবানের এমন লীলা নদীর পথে কেমন ভাবে আবর্তিত হয়েছে তা দেখা যাক।

"নাএ গঢ়য়িল কান্হাঞি শুনিআঁ হৃদয়ে।
দুই দাড়ি তিনজন জাত নাঞি জানে।।
হৃদয়ে ভাবিআঁ কান্হাঞি যুগতি বিশেষে।
আর এক বড় নাঅ গঢ়িলা হরিষে।।
জলের ভিতর তাক থুয়িল ডুবায়ি আঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ।। " ৭

দুধের চুপড়ি যমুনার তীরে রেখে চারধার দেখে গোয়ালিনী ডাক পাড়লেন। বেলা পার হয়ে গেল, আমরা সেই সাত সকালে এসেছি, নদী পার কখন মথুরায় যাব? হাটের ঘাটিয়াল কোথায় গেল? রাধা নৌকার সন্ধানে গেলে অন্য যত সখী তারাও তাকে অনুসরণ করল । দূরে নৌকা দেখে সেখানে গেল এবং বলল ছোট নৌকা এতে কেমনে পার হওয়া যাবে? এক জন ,এক জন করে পার হতে হবে। সকলে চড়লে নৌকার ভার সইবে না । রাধার কথা শুনে ঘাটোয়াল

হাসলেন। গাইলেন-

"দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।
ডাক পাড়ে গোয়ালিনী চারিপাস চাহি আঁ।।
বিহান আইলাহোঁ এখঁ বেলা আপার।
কত খনে যাইবো আহ্মে যমুনার পার।।
তার খান গিয়া বোলে রাধা গোআলিনী।
কেন্হ মনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী।।
এঁকে এঁকে পার হআঁ যাইব মথুরা।
সম্ভাই চড়িলে নাঅ না সহিব ভরা।।
রাধার বচন শুনি ঘাটিয়াল হাসে।
বাসুলী শিরে বন্দী গাইলো চন্ডীদাসে।। " ৮

যমুনা নদী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাব্যের রাধাকৃষ্ণ লীলা নীল যমুনায় নীলমাধব আর নীলাম্বরী, রাধার নীল নিচোল ছাড়া সম্ভব নয়। ভারখণ্ডে বাঁকটি সুন্দর রচিত হল। কৃষ্ণ নদীতে পাট কেটে ডুবিয়ে রাখবে তা হতে দড়ি তৈরি হলো। তৈরি হলো শক্তপোক্ত শিকা । এভাবে বাঁক নির্মাণ করে কৃষ্ণ যমুনার পারে গেলেন-

"বাহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইলো বড়ু চন্ডীদাস বাসলী বলে।। " ৯

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধা কৃষ্ণের প্রেমের টানাপোড়েনে কাব্যটি নাটকীয় গতি লাভ করেছে সেখানে যমুনা নদীর ভূমিকা দিক চিহ্নের মতো।

"প্রহারেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কতখনে যাইব আম্ভে মথুরার হাটে।।
ঘৃত দুধ নঠ হ এ আম্বুল দহী।
সংহতী এড়িয়া জাএ গোআলিনী মহী।। " ১০

যমুনার ঘাটে এক প্রহর বেলা হয়ে গেল। মথুরার হাটে কখন যাব? ঘৃত দধি নষ্ট হয়ে গেল। দধি টক হয়ে গেল। সঙ্গ ছেড়ে সখিরা সব চলে গেল। মনোহর সুবেশী শ্রীকৃষ্ণ অভিসারে গিয়েছে। রাধা তুমি আর বিলম্ব কোরো না কৃষ্ণ সংকেত বেণু বাজাচ্ছেন । কালিন্দী তীরে মন্দ মন্দ বায়ু বইছে। তোমার কথা কৃষ্ণ চিন্তা করছে। এখানে অভিসারের পরিবেশ তৈরি করতে কালিন্দির ভূমিকা অনুপম।

*কালিন্দীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোম্ভাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে।। " ১১

যমুনা নদী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে একটা বড় নাম। যমুনা নদীটি শুধু কাব্যটিকে নয় সমগ্র ভারতের ভাবধারাকে, কৃষ্ণকথাকে ধারণ করে আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই ভাবধারা প্রবাহিত। যমুনার অন্তর্গত মূল তিনটি খন্ড রয়েছে। যেমন কালীয়দমন খন্ড, বস্ত্রহরণ খন্ড ও হার খন্ড। এই সকল খন্ডে যমুনা, কালিদহ, কালিনী হ্রদ ও নদী সমূহ কাব্যের অবয়ব ভাব বা ঐতিহ্য ও আঙ্গিকগত প্রেক্ষাপটে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে লক্ষ্যনীয়।

কালীয় দমন খন্ডঃ।
"বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী বহে।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে।।
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে।
জলে মাছ কূলে গাছ মৈল তার বিষে।।
কোন্‌হো জন্তু তাত না করয়ে জল পান।
তাহার আধিক নাঞ্চিঁ বিজন থান।।
কালী দলি আঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।
তাহাজ করিবোঁ জল কেলি সফল।। " ১২

বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী। তাতে কালিয়াদহ নামে গভীর হ্রদ। যমুনা শুধু নির্জন স্বচ্ছ তোয়া শান্ত গভীর শান্তির নীড় নয়। এখানে রয়েছে অনেক প্রেম, অনেক রহস্য, অনেক ব্যথা। যমুনা নামক শ্রী চরিত্র এখানে বিভুষিতা। নারীর বক্ষে রয়েছে ভয়ংকর কালিদহ। সেখানে ভয় সেখানে আশীবিষ কালিয়নাম থাকে। তাতে কোন জন্তু জল পান করতে পারে না। গহন গভীর নির্জন স্থান । নীল নির্মল জল সেখানে। জল কেলি করা যাবে।

"হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর ।

কালিদহের কূল কদমের তল ।।
কদম্ব তরুত চড়ি বহে দিল ঝাঁপ।
দেখি রাখোয়াল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ।।
কৌপিল কালীয়নাগ (নাগ) লআঁ পরিবারে।
দশনে দংশিল সব কান্হের শরীরে।।
তিলেঁ তিলেঁ নাগ কূলে দংশিলো কান্হাঞিঁ।
হাথ পাএ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ।।
তখন বিষের জালে দগধ পরাণ।
অচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কান্হা।।
....
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ রানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কান্হে।।
এ হাসুনী সব গোপী পাইল তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্ডীদাসে।। " ১৩

অংশটিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও বীরত্ব রূপের সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ সম্ভ্রম জাগিয়ে সখীদের মন হরণ ও কব্জা করতে চেয়েছেন। কালিদহে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। রাখালরা সে কথা সখীদের কে জানিয়েছেন। সখিরা তরাস অর্থাৎ ভয় পেয়েছেন।

এই তরাস বা ভয় সাময়িক। যখন তারা জানবে কৃষ্ণ কালীয়কে দমন করে ফিরে এসেছেন। তখন জাগবে প্রেম ও সম্ভ্রম। যমুনাকে কেন্দ্র করে জলকেলি বা কালীয় দমন প্রভৃতি বিষয় নদীমাতৃক ভারতের প্রাচীন অমিয় কাব্য গাঁথাকে পুষ্ট করেছে। নীল যমুনা ছাড়া এমন অনুপম কাব্যধারা রচনা কখনোই সম্ভব হতো না। যমুনা নদী সারা কাব্যজুড়ে বিরাজ করেছে, বাঙালি তথা সারা ভারতবর্ষে কৃষ্ণ ভাব বিলাসিত কাব্যরসের জগতে । আর সেই রসের ধারা আনয়ন করেছেন বড়ু চন্ডীদাস।

কলস কাঁখে রাধাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে । রাধার মুখমন্ডলের উপর কেশপাশ চন্দ্রের উপর কলঙ্ক রেখার মতো শোভা পাচ্ছে। রাধা সখীদের সাথে ঘাটে উপনীত হলেন। ঘাটেই কৃষ্ণের সাথে দেখা হল কিন্তু লজ্জায় আর কাজের কথা বলা হলো না । তা দেখে গোপী বালিকারা পরিহাস করতে লাগলেন। জল আর ভরা হলো না।

"হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপনারীগণ লাগিল যমুনা তীরে।
কান্হাঞিঁ মুখ কমল দেখিয়া কেহ না ভরিল নীরে।।
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ খসিল দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব কাহো থির নহে মনে।। " ১৪

রাধা এখন 'রসাবেশ বশীকৃতমনা' কৃষ্ণ রাধা কে পুনরায় লাভ করবার জন্য বড়াইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে । শরৎকাল মথুরার পথে এখন সর্বদাই লোকজন যাতা য়াত করছে। দুষ্ট কৃষ্ণের জন্য আর কোন ভয়ের কারণ নেই। বড়াই রাধাকে বুঝিয়ে বলে এবং আইহনের মায়ের কাছে কৌশলে অনুমতি আদায় করে নেয়। যমুনা নদীকে রাধার খুবই ভয়। এবার আর বাধা রইল না। যমুনা নদী নিজেই পথ করে দিল। প্রফুল্ল চিত্তে রাধা, নির্বিঘ্নে যমুনা নদী পার হয়ে গেলেন।

"এহা যমুনাত যো অধিকারী।
আম্ভার বচন সুণ সুন্দরী।। " ১৫

যমুনার অধিকার নিয়ে রাধা কৃষ্ণের এমন সংলাপ অনুপম। তুমি কার বধু? কার রাণী ?কেন যমুনা হতে তুমি জল সংগ্রহ করছো? রাধা বললেন আমি বড় বাড়ির বধু। আমি জল তুলছি তাতে তোমার কি? কৃষ্ণ বললেন এই সমস্ত যমুনার অধিকারী তিনি। এরপর রাধা কৃষ্ণকে নিষ্ঠুর বচন নিক্ষেপ করলে চক্র পানি তাতে ভীত হলেন।

"মাহা কাল ফল আম্ভার তনে।
দেখিতেঁ ভালো ভুখিতে মরণে।। " ১৬

জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না তেমনি জল কেলি আর যমুনা ছাড়া চিরন্তন মহাপ্রেম গাঁথা সম্ভব হতো না। রাধা 'কৃষ্ণ অন্ত প্রাণা' কিন্তু লজ্জাও আছে । পথে কত লোক যাচ্ছে, কৃষ্ণ গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। তার কাছে কোন শৃঙ্খলা নাই। রাধা হৃষ্ট মনে আজ যমুনাতে এসেছ আজ যমুনার জল সফল হবে।

কালীয়নাকে সাগরের পাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আর জলে নামতে ভয় কিসের?

"কালীনাগ পাঠাইলো সাগরের পার ।
এবে মিছা ভয় কর জলে যমুনার।। " ১৭

কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে রাধা গোপীগণকে জনের নামালেন। গোপিনীদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। সকলেই জলকেলিতে মন দিল। গোপিনীদের কন্ঠহার ও বসন দামোদর কদম্ব তরুর উপরে নিয়ে গেলেন। তোমরা কিসের জন্য বিকল হচ্ছ ? তোমরা আমার সম্মুখে হাতজোড় করে দাড়াও। তোমাদের কাছে আমি পুনর্জন্মের কাহিনী বলছি।

"আহা! গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিয়া গিয়া কদম্ব তরুর উপর।।
তথা থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী ।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী।। " ১৮

অর্ধ জলমগ্ন অবস্থায় দক্ষিণ বাহুদারা বক্ষদেশ আবৃত করে রাধা বললেন তোমার কোন লজ্জা নেই ? বড় ঘরের বধুর সঙ্গে তুমি এই রূপ করছ কেন ? দূর হতে জগন্নাথ বললেন - ডাঙ্গায় উঠে জোড়হাত করো। তখন চন্দ্রাবলী করজোড় হয়ে বনমালী নিকট অপহৃত বস্ত্র ও হার প্রার্থনা করলেন।

"তড়ে হাত জোড় করি বুয়িল চন্দ্রাবলী ।
হার বসন দেহ দেব বনমালী ।।
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেতো বসন দিল রাধার উপর।। " ১৯

রাধার আচরণ দেখে কৃষ্ণ হারটি লুকিয়ে নীত বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন।

বংশীখন্ড থেকে রাধা প্রেমের উৎকর্ষতা ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই প্রথম রাধার মধ্যে কৃষ্ণ ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে। আর তাতে যুক্ত হয়েছে যমুনা, কালীনী নঈ আর রাধার নীল নয়নের জল। এতদিন রাধা নিকট থেকে কৃষ্ণকে দেখেছেন। এবার রাধা দূর থেকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

"সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ যো যমুনা তীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ পরিলোঁ যমুনানী।।
বাঁশীর নাদ না সুণী এরেঁ কান্হ গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বে- আকুল ভৈল এবেঁ কিমনে জায়িবো ঘরে।। " ২০

এরপর কতক পর্ব পেরিয়ে শুরু হল বিরহের পালা। কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। রাধা পড়ে রইলেন যমুনার তীরে। চোখের জলে ভরে গেল যমুনার জল।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

1. অ ।। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড পূর্বার্ধ) সুকুমার সেন। ইস্টার্ন পাবলিশার্স , ৪০, এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন। কলি - ৬
2. আ ।। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) ভূদেব চৌধুরী। (বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ। ১ সংকর ঘোষ লেন কলি ৬।
3. ই ।। নজরুল রচনা সম্ভার (১ম খন্ড) আ,আ, আল আমান (সম্পাদিত) হরফ প্রকাশনী । কলেজ স্ট্রিট মার্কেট । কলকাতা-৭০০০০৭
4. ঈ ।। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। অমিত্র সুদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) দেশ পাবলিশিং। কলকাতা - ৭৩।
5. নজরুল রচনা সম্ভার (১ম খন্ড) আল আমিন (সম্পাদিত) ২য় সং ১৩৮৮ পৃষ্ঠা ২৭৭।
6. /২, বড়ু চন্ডীদাস এর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অমৃত সুজন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৫ ম,সং,১৯৮৭, ৭ নং শ্লোক। পৃষ্ঠা -১৮৫ ।
7. তদেব পৃ. ২৩২
8. তদেব পৃ,২০৫
9. তদেব পৃ,২২২
10. তদেব, পৃ,২২৩
11. তদেব পৃ ২২৩
12. তদেব পৃ ২২৬
13. তদেব পৃ ২২৯
14. তদেব পৃ ২৩৭
15. তদেব পৃ ২৪৩
16. তদেব পৃ ২৪৩

17. তদেব পৃ২৪৭

18. তদেব পৃ২৪৮

19. তদেব পৃ ২৫৪

20. তদেব পৃ ২৫৩

21. তলব পৃ ২৪৮

22. তদেব পৃ ২৫৫

23. তদেব পৃ২৬৮